সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন – সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০২ টি	০১ টি	০১টি	০০ টি	০১ টি	০২ টি	২০% ৫০%	০১ টি	৯.৫১%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০২টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
সাউথ এশিয়া ট্যুরিজম ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট	১০১২৩.৬৯ (৮৪৭৪.৩০)	জানুয়ারী ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৬
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কর্মসূচি সম্প্রসারণ	২০৮৫.৩২	জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
সাউথ এশিয়া ট্যুরিজম ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট	ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ০২ বছর বৃদ্ধি করা হয়।
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কর্মসূচি সম্প্রসারণ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ছয় মাস সময় বৃদ্ধি করা হয়।

০৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

ক্রম	সমস্যা	সুপারিশ
০১	"বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কর্মসূচি সম্প্রসারণ" প্রকল্প	
	১. প্রকল্পের আওতায় ৪৪টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি-গাড়ি ৩৩টি জেলায় নিয়োজিত রয়েছে। তন্মধ্যে পাঠকের সংখ্যাধিক্যতা বিবেচনায় ঢাকায় ১১টি এবং চট্টগ্রামে ২টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি নিয়োজিত রয়েছে। অপরদিকে ৩১টি জেলায় নিয়োজিত ৩১টি লাইব্রেরি গাড়ি অতিরিক্ত আরও ২৩টি জেলায় লাইব্রেরি সেবা প্রদান করে। অর্থাৎ এসব লাইব্রেরি গাড়ি মূল জেলা থেকে সপ্তাহে ১ দিন অতিরিক্ত একটি জেলায় লাইব্রেরি সেবা প্রদান করে থাকে। এতে লাইব্রেরি গাড়ির ওপর বেশি চাপ পড়ে। ফলে (ক) গাড়ির আয়ুষ্কাল কমে যায়; (খ) গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বেড়ে যায়; (গ) গাড়ির জ্বালানি ব্যয় বৃদ্ধি পায়; (ঘ) যাতায়াতের সময় অপচয় হয়; (ঙ) পাঠকগণ যথাযথ লাইব্রেরি সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। ২. যখন লাইব্রেরি সেবা প্রদানের কাজ না থাকে (রাতে, ছুটির দিনে ইত্যাদি) তখন ঐ এলাকায় পাঠকগণ লাইব্রেরি গাড়িগুলো খোলা আকাশের নিচে রাস্তায় বা কোন স্থাপনার পাশে অনেকটা অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে। এ অবস্থায় থাকার ফলে রোদ বৃষ্টিতে লাইব্রেরি গাড়ি ও বইয়ের ক্ষতি হয়। অপরদিকে বই, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি চুরি হওয়া/হারিয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।	১. ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি একটি অত্যন্ত কার্যকর সেবামূলক কর্মসূচি যার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষেই আলোকিত ও সংস্কৃতিমনা মানুষ গড়ার সুযোগ থাকায় এটি অব্যাহত রাখা এবং তা দেশের অবশিষ্ট জেলা-উপজেলায় সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। ২. ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি সেবা অব্যাহত রাখার স্বার্থে এটিকে প্রকল্প আকারে না রেখে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বা অন্য কোন স্থায়ী রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। তবে রাজস্ব বাজেট বা অন্য কান প্রকার স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত এটিকে বিদ্যমান প্রকল্প কাঠামো আকারে অব্যাহত রাখা যতে পারে।
০২	"সাউথ এশিয়া ট্যুরিজম ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট" প্রকল্প	
	১. কান্তজিউ মন্দিরে প্রত্নতত্ব অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত জনবল নেই। ২. প্রকল্প এলাকায় সিঁড়ির উপর মোটর সাইকেল চালানোর ফলে সিড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৩. প্রকল্প এলাকায় বহিরাগত লোকজনের ঘাস কাটার ফলে মাটির ক্ষয় ত্বরান্বিত হচ্ছে। ৪. প্রকল্প এলাকায় ঘাস কাটা, রেস্টহাউজ রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নেই। ৫. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ডরমিটরী এখন পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে না। ডরমিটরীর মেঝেতে অন্য স্থানের মত টাইলস্ ব্যবহার করা হয়নি। ডরমিটরী ব্যবহারের পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণ করা প্রয়োজন।	১. কান্তজিউ মন্দির, পাহাড়পুর এবং মহাস্থানগড়ে প্রত্নতত্ব অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত জনবল নেই। পর্যাপ্ত জনবল সরবরাহের বিষয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২. প্রকল্প এলাকায় ওয়াকওয়ের সিঁড়ির উপর মোটর সাইকেল চালানোর ফলে সিড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত সিঁড়ি মেরামতের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং ওয়াকওয়েতে যেন মটর সাইকেল প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩. প্রকল্প এলাকা অপরিষ্কার এবং অপরিচ্ছন্ন রয়েছে। প্রতিটি স্থানে প্রতিদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা এবং প্রত্ন স্থান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ প্রদান করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪. প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত স্টাফ ডরমিটরি এবং অফিসার্স ডরমিটরি ব্যবহার করার কার্যক্রম এখন পর্যন্ত শুরু করা হয়নি। দ্রুত ডরমিটরি ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সাউথ এশিয়া ট্যুরিজম ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্পের ?????? ???????? ?????????? (??????? ???,?????)

১.০ নামঃ সাউথ এশিয়া ট্যুরিজম ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্প।

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিওলজি

৪.০ প্রকল্প এলাকাঃ ১. ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট
২. কান্তজী মন্দির, দিনাজপুর
৩. পাহাড়পুর মহাবিহার, নওগাঁ
৪. মহাস্থানগড়, বগুড়া

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৫৭৯৭.০০ (৪৬২৬.৩০)	১১০৭১.১৪ (৯০৭৬.১৪)	১০১২৩.৬৯ (৮৪৭৪.৩০)	জানুয়ারী ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৪	জানুয়ারী ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৬	জানুয়ারী ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৬	-	২ বছর (৫০%)

*** প্রকৃত ব্যয় মূল প্রকল্প ব্যয়ের অপেক্ষা ৪৩২৬.৬৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।**

৬.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	Officers Salary	২১৭.২২	১৬	১৪৬.৭১	১৬
২.	Staff Salary	১৩৫.০০	২৫	১১৭.৩০	২৫
৩.	Allowances	২৩.০০	৪১	২২.৯৬	৪১
৪.	T.A Bill	২২.৩০	৪১	১৯.২১	৪১
৫.	VAT & Tax	৬৬৯.৮৩	L/S	৫৩৭.৪৫	L/S
৬.	Telephone/ Fax	৬.৯৭	৫	৫.৯৫	৫
	power	৯.১৭	৫	৭.৬৭	৫
	Petrol/ Lubricant/ Gas	৫৫.৫১	১৪	৫১.৬৮	১৪
৭.	Interest	২০৮.৪২	L/S	১২.৬২	L/S
৮.	Printing /Publication	৪৭.৯৯	L/S	৪৪.৯৮	L/S
৯.	Stationary	২৭.২২	L/S	২৫.৭৪	L/S
১০.	Training	২২২.৫০	২০	২২১.১৯	২০

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১১.	Semina, Conference, Workshop	১১৩.৩৭	৪	১১৩.৩৪	৪
১২.	Consultancy	১৬০৮.০০	L/S	১৬০৮.০০	L/S
১৩.	Honorarium	১১.২৯	L/S	৭.৩৯	L/S
১৪.	Other Expenditure	১৪৭.৪৩	L/S	১১৭.৮২	L/S
১৫.	Vehicles Maintenance	২১.৩০	১৪	২১.০৩	১৪
১৬	Computer Maintenance	৯.১৪	৬১	৮.৩৪	৬১
১৭	Vehicles	২৫৬.৭০	১৪	২৫৩.১৩	১৪
১৮	Office Equipment	১১১.২৮	২২	১০৯.৯৮	২২
১৯	Computer and Accessories	৭৬.১৪	১৬	৫৮.২২	১৬
২০	Furniture	৭.৫১	৬	৭.৫১	৬
২১	Telecom Equipment	১.৫০	৮	১.৫০	৮
২২	Electrical Equipment	১৭.৬৪	৯	১৫.৮০	৯
২৩	Construction &Works	৭০৪৪.৭১	৪	৬৫৮৮.১৮	৪
	সর্বমোট	১১০৭১.১৪		১০১২৩.৬৯	

৭.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ পটভূমিঃ দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষতঃ নেপাল, ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য এবং বাংলাদেশ (উপ-অঞ্চল) বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র অঞ্চলে অবস্থিত। এই উপ-অঞ্চলে বিশাল প্রাকৃতিক এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সম্পদ রয়েছে যা বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক পর্যটন খাত নির্মাণের সুযোগ প্রদান করে। এ উপ-অঞ্চলের ৫০০০ বছরের পুরনো প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে এবং বিশ্বের ঐতিহ্য তালিকাভুক্ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক স্থান রয়েছে। এ অঞ্চলের মধ্যে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত, পূর্ব হিমালয়ের রেঞ্জ রয়েছে। এটি বিভিন্ন সংস্কৃতির জাতিগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা। উপ-অঞ্চলটি বৌদ্ধধর্মের উর্বর ভূমি। এই আঞ্চলিক এলাকায় বিশ্বের বেশিরভাগ বৌদ্ধধর্মীয় স্থান রয়েছে, যা প্রকৃতি ও সংস্কৃতিভিত্তিক পর্যটনের জন্য সারা বিশ্বে অদ্বিতীয় হিসাবে অবস্থান করছে। গত ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পর্যটন খাত অব্যাহতভাবে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। আন্তর্জাতিক পর্যটন সংস্থাগুলি ৮% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। গত ২০০৭ সালে পর্যটন খাত থেকে আন্তর্জাতিক পর্যটন দর্শক ছিল মোট ১২.৩ বিলিয়ন। এ অঞ্চলের পর্যটন প্রসারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়ঃ

ক. আন্তঃ সংযোগ এবং অবকাঠামো;
খ. ঐতিহ্যগত সুরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা, যা পরিবেশগত এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে টেকসই করে;
গ. সহনশীল সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির অভাব।

উপর্যুক্ত সীমাবদ্ধতা দুর করার জন্য এ প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অবকাঠামোগত এবং ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটিগুলি মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভারতের প্রকৃতি ও সংস্কৃতিভিত্তিক পর্যটনের স্টকহোল্ডাররা সহায়তা প্রদান করে।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরুপঃ

- প্রত্ন স্থান সমুহের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন।
- স্থাপনা সমূহের সংস্কার ও সংরক্ষণ।
- স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র বাণিজ্য প্রসারণের মাধ্যমে পর্যটন সমৃদ্ধকরণ।
- কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।
- সংস্কৃতি কেন্দ্রিক পর্যটন শিল্প বিকশিত করা।

৭.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ৫৭৯৭ .০০ (জিওবি ১১৭০.৭০ এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৬২৬.৩০) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১০ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৪ মেয়াদে গত ১১.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ০৪.১০.২০১২ তারিখে প্রকল্পটি ১১৫৮০.০০ (জিওবি ২৭০০.৭০ এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৮৮০.০০) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১০ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এরপর গত ০২.০৬.২০১৪ তারিখে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধি করে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত করা হয়। সর্বশেষ গত ০৫.০৭.২০১৫ তারিখে প্রকল্পটির সর্বশেষ সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ সংশোধন অনুযায়ী প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১১০৭১ .১৪ (জিওবি ১৯৯৫.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য ৯০৭৬.১৪) লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জানুয়ারী, ২০১০ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত।

৭.৪ **<u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ</u>**

১.ভৌত কার্যাবলীঃ

- এন্ট্রি কমপ্লেক্স তৈরী
- মসজিদ তৈরী
- ভিজিটর শেড তৈরী
- টয়লেট কমপ্লেক্স তৈরী
- সীমানা প্রাচীর তৈরী
- রেস্ট হাউজ তৈরী
- ডরমেটরি তৈরী
- ফুড কোর্ট ও বিপনী বিতান তৈরী এবং
- অন্যান্য অবকাঠামো তৈরী।

২. সংস্কার ও সংরক্ষণ কার্যাবলীঃ

- বিদ্যমান স্থাপনাগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।
- সংস্কার কাজে ব্যবহারের জন্য ব্রিক প্রস্তুত ও ব্যবহার।
- স্থাপনাসমূহের নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন ও সংরক্ষণ।

৩.জনসচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী

- প্রত্ন বিষয়ক ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী ।
- স্থানীয় মহিলা ও পুরুষদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।
- ট্যুরিজম গাইড প্রশিক্ষণ।
- কালচারাল ট্যুরিজম উন্নয়নে সচেতনতা তৈরী ও প্রচারণা

৪. প্রশিক্ষণ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিঃ

- স্থানীয় প্রশিক্ষণ ১৩টি (প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও অন্যান্য)
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ০৭টি (প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও অন্যান্য)
- ওয়ার্কশপ ০৩টি
- অন্যান্য

৭.৫ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় কারা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	জনাব মোঃ সিরাজুল হায়দার যুগ্ম সচিব	০১/০১/২০১০	৩০/১২/২০১২	পূর্ণকালীন
০২	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন পরিচালক, ডিটিপি	০১/০৭/২০১৩	৩১/১২/২০১৬	খন্ডকালীন

৭.৬ প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১১০৭১.১৪ (জিওবি ১৯৯৫.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য ৯০৭৬.১৪) লক্ষ টাকা। মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি মোট ১০১২৩.৬৯ (জিওবি ১৬৪৯.৩৯ এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৪৭৪.৩০) লক্ষ টাকা (৯১.৪৪%) | প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১০-১১ হতে ২০১৬-২০১৭ বছর পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্ত	ব্যয়		
	মোট টাকা	জিওবি	পিএ	টাকা	মোট টাকা	জিওবি	পিএ
২০১০-১১	১৫৬.০০	১৮.০০	১৩৮.০০	১৮.০০	৪.৬৩	০.০০	৪.৬৩
২০১১-১২	১৪২.০০	১২.০০	১৩০.০০	২৫.০০	৫৭.০০	০.০০	৫৭.০০
২০১২-১৩	৬৩৫.০০	৬০.০০	৫৭৫.০০	৬০.০০	৫৫২.০৮	৫৬.২৩	৪৯৫.৮৫
২০১৩-১৪	১৭৮১.০০	৩১৭.০০	১৪৬৪.০০	৩৩৯.০০	১৬৭৯.১৬	২৪৩.৮৮	১৪৩৫.২৭
২০১৪-১৫	২৬০০.০০	৪০৮.০০	২১৯২.০০	৪০৮.০০	২৫১৪.৫৫	৩২৩.৩৯	২১৯১.১৬
২০১৫-১৬	৩৫০০.০০	৬০০.০০	২৯০০.০০	৬০০.০০	৩৪৩৮.৮৫	৫৯৫.০২	২৮৪৩.৮৩
২০১৬-১৭	২৩৪৯.০০	৪৩১.০০	১৯১৮.০০	৭৬৭.২৭	১৮৭৭.৪২	৪৩০.৮৭	১৪৪৬.৫৫
মোট	১১১.৬৩	**১৮৪৬.০০**	**৯৩১৭.০০**	২২১৭.২৭	১০১২৩.৬৯	১৬৪৯.৩৯	৮৪৭৪.৩০

৮.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

কান্তজীউ মন্দির, দিনাজপুরঃ

৮.১ গত ২৮/১০/২০১৭ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত দিনাজপুর জেলার কান্তজিউ মন্দির পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাট, বাইপাস রোড তৈরী, পার্কিং ব্লক, ড্রেইনেজ সিস্টেম, এন্ট্রি কমপ্লেক্স তৈরী, মসজিদ তৈরী, ভিজিটর শেড তৈরী, টয়লেট কমপ্লেক্স তৈরী, সীমানা প্রাচীর তৈরী, রেস্ট হাউজ তৈরী, ডরমেটরি তৈরী, ফুড কোর্ট ও বিপনী বিতান তৈরী এবং অন্যান্য অবকাঠামো তৈরী করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সংস্কার ও সংরক্ষণ কার্যাবলী যেমন, বিদ্যমান কান্তজীউ মন্দিরের যথাযথ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা, রাসায়নিক সংরক্ষণ মন্দিরের চর্তুদিকে পেভমেন্ট তৈরী করা, মন্দিরের চর্তুদিকে অতিথীশালার ছাউনি তৈরী করা, রুমের ভিতরে এবং বাইরে টাইলস বসানো, মন্দির এলাকার বাইরে ছোট অর্চনা মন্দিরের সংস্কার করা, স্থাপনাসমূহের নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পূর্ণ

করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একজন বেতনভূক্ত কর্মচারী ব্যতীত কোন জনবল নেই। প্রকল্প এলাকা অপরিষ্কার এবং অপরিচ্ছন্ন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় যে ওয়াক ওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে সে স্থানে দর্শনার্থীদের অবাধবিচরণ এবং মোটরসাইকেল চালানোর ফলে ওয়াক ওয়ের সিড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে (ভেঙ্গে গেছে)। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রেস্টহাউজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন জনবল নেই। ফলে নির্মিত ভবন এবং স্থাপনাসমূহ মারাত্নক হুমকির মুখে রয়েছে। দর্শনার্থীদের জন্য নির্মিত জাদুঘর এখন পর্যন্ত চালু করা হয়নি। জাদুঘরটি চালু করা প্রয়োজন।

<u>পাহাড়পুর, নওগাঁ:</u>

৮.২ গত ২৯/১০/২০১৭ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় স্টাফ কোয়ার্টার, বসার বেঞ্চ, মূল মন্দির সংরক্ষণ, কার পার্কিং জোন, মাটি ভরাট, পার্কিং ব্লক, ড্রেইনেজ সিস্টেম, এন্ট্রি কমপ্লেক্স তৈরী, মসজিদ তৈরী, ভিজিটর শেড তৈরী, টয়লেট কমপ্লেক্স তৈরী, সীমানা প্রাচীর তৈরী, রেস্ট হাউজ তৈরী, ডরমেটরি তৈরী, ফুড কোর্ট ও বিপনী বিতান তৈরী এবং অন্যান্য অবকাঠামো তৈরী করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সংস্কার ও সংরক্ষণ কার্যাবলী প্রকল্প সমাপ্তির পরও ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়। এ স্থানে প্রত্নতত্ব অধিদপ্তরের অল্প কিছু জনবল রয়েছে বিধায় প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় রাজস্ব অর্থায়নে আরবরি কালচার করা হয়েছে যাতে প্রকল্প এলাকার সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে দর্শনার্থী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত টয়লেট ইজারা প্রদান করা হয়েছে। এ কারণে টয়লেট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে। দর্শনার্থীগণ এ টয়লেট ব্যবহার করতে পারছেন। পাহাড়পুর প্রকল্প এলাকায় বাউন্ডারী ওয়ালে বহিরাগত লোকজনের কাপড় শুকাতে দিয়েছেন মর্মে দেখা গেছে। প্রকল্প এলাকায় বহিরাগত লোকজনকে ঘাস কাটতে দেখা গেছে। এতে মাটির উপরের ঘাস শিকড়সহ উঠিয়ে নেয়া হচ্ছে। এতে মাটির ক্ষয় ত্বরান্বিত হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রত্নতত্ব অধিদপ্তরকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলে তারা জানান ঘাস কাটার জন্য পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় বাইরের লোকদের ঘাস কাটার অনুমতি দেওয়া হয়। পর্যাপ্ত জনবল থাকলে বহিরাগত লোকদের ঘাস কাটার অনুমতি প্রদান করা হবে না মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবহিত করেন। প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত স্টাফ ডরমিটরি এবং অফিসার্স ডরমিটরি ব্যবহার করার কার্যক্রম এখন পর্যন্ত শুরু করা হয়নি। এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রেস্টহাউজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন জনবল নেই। ফলে নির্মিত ভবন এবং স্থাপনাসমূহ শীঘ্রই ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্প এলাকায় প্রত্নতত্ব অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট অথবা নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে '**লাইট এন্ড সাউন্ড**' শো শুরু করা সম্ভব হলে দর্শনার্থীর সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পেত। এতেকরে সরকারের প্রচুর প্রচুর রাজস্ব আয়ের পথ উন্মুক্ত হতো। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফুড কোর্ট এখন পর্যন্ত চালু করা হয়নি, চালু করা প্রয়োজন।

<u>মহাস্থান, বগুড়াঃ</u>

৮.৩ গত ৩১/১০/২০১৭ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বগুড়া জেলার মহাস্থান পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় স্টাফ কোয়ার্টার, বসার বেঞ্চ, কার পার্কিং জোন, মাটি ভরাট, পার্কিং ব্লক, ড্রেইনেজ সিস্টেম, এন্ট্রি কমপ্লেক্স তৈরী, ভিজিটর শেড তৈরী, টয়লেট কমপ্লেক্স তৈরী, সীমানা প্রাচীর তৈরী, রেস্ট হাউজ তৈরী, ডরমেটরি তৈরী, ফুড কোর্ট ও বিপনী বিতান তৈরী এবং অন্যান্য অবকাঠামো তৈরী করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সংস্কার ও সংরক্ষণ কার্যাবলী প্রকল্প সমাপ্তির পরও ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়। এ স্থানে প্রত্নতত্ব অধিদপ্তরের অল্প কিছু জনবল রয়েছে বিধায় প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় রাজস্ব অর্থায়নে আরবরি কালচার করা হয়েছে যাতে প্রকল্প এলাকার সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে দর্শনার্থী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত টয়লেট ইজারা প্রদান করা হয়েছে। এ কারণে টয়লেট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে। দর্শনার্থীগণ এ টয়লেট ব্যবহার করতে পারছেন। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফুড কোর্ট বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। ফুড কোর্ট চালু থাকার কারণে দর্শনার্থীরা এটি ব্যবহার করতে পারছেন। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ডরমিটরী এখন পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে না। ডরমিটরীর মেঝেতে অন্য স্থানের মত টাইলস ব্যবহার করা হয়নি। ডরমিটরী ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রকল্প এলাকায় যথেষ্ট পরিমানে আর্বজনা লক্ষ্য করা যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহকারে প্রকল্প এলাকা রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা

হয়। প্রকল্প এলাকায় নির্মিত ওয়াক ওয়ে সিড়ি মোটর সাইকেল চলাচলের কারণে ভেঙ্গে গেছে। নির্মিত কাঠের ব্রীজে নিম্নমানের কাঠ ব্যবহারের কারণে কয়েকটি কাঠ ইতোমধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এছাড়া দর্শনার্থীদের জন্য তৈরীকৃত ছাউনিতে নিম্নমানের কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে কিছু কিছু কাঠ ইতোমধ্যে ভেঙ্গে গেছে। প্রকল্প এলাকায় প্রত্নতত্ব অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট অথবা নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে '**লাইট এন্ড সাউন্ড**' শো শুরু করা সম্ভব হলে দর্শনার্থীর সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পেত। এতে করে সরকারের প্রচুর প্রচুর রাজস্ব আয়ের পথ উন্মুক্ত হতো।

৯. **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ** আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল নির্মাণকাজ/মালামাল ক্রয় করা হয়েছে তা পিপিআর অনুসারে টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে যথাযথ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে বিভাগ/সংস্থা বহির্ভূত অন্যান্য বিভাগ/সংস্থার ২ (দুই) জন সদস্য নিয়মানুয়ায়ী অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

১০. অডিট নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর এর অনুচ্ছেদ-এফ মনিটরিং এন্ড অডিটিং এর ২.১ নং অনুচ্ছেদে কোন তথ্য উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া ২.২ নং অনুচ্ছেদে তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কোন তথ্য উল্লেখ করা হয়নি। সর্বশেষ বছরের অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা প্রয়োজন।

১১. প্রকল্পের?????ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ হলঃ প্রত্ন স্থান সমুহের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্থাপনা সমূহের সংস্কার ও সংরক্ষণ, স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র বাণিজ্য প্রসারণের মাধ্যমে পর্যটন সমৃদ্ধকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সংস্কৃতি কেন্দ্রিক পর্যটন শিল্প বিকশিত করা।	প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে ফলে পর্যটন কেন্দ্রসমূহ দর্শনার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় স্থাপনা সমূহের সংস্কার ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র বাণিজ্য প্রসারের জন্য বিপনী বিতান তৈরী করা হয়েছে এবং স্থানীয় জনগনের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সংস্কৃতি কেন্দ্রিক পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করেছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে মর্মে বলা যায়।

??.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????????? ?????????

১৩. **সমস্যাঃ**

কান্তজীউ মন্দির, দিনাজপুরঃ

১৩.১ কান্তজিউ মন্দিরে প্রত্নতত্ব অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত জনবল নেই।

১৩.২ প্রকল্প এলাকায় সিড়ির উপর মোটর সাইকেল চালানোর ফলে সিড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

১৩.৩ প্রকল্প এলাকা অপরিস্কার এবং অপরিচ্ছন্ন রয়েছে। কান্তজিউ মন্দিরে প্রতিদিন পরিস্কার এবং পরিচ্ছন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ প্রদান করা।

১৩.৪ দর্শনার্থীদের জন্য নির্মিত জাদুঘর এখন পর্যন্ত চালু করা হয়নি। জাদুঘরটি চালু করা প্রয়োজন।

পাহাড়পুর, নওগাঁ:

১৩.৫ প্রকল্প এলাকায় বহিরাগত লোকজনের ঘাস কাটার ফলে মাটির ক্ষয় ত্বরান্বিত হচ্ছে।

১৩.৬ প্রকল্প এলাকায় ঘাস কাটা, রেস্টহাউজ রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নেই।

১৩.৭ প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত স্টাফ ডরমিটরি এবং অফিসার্স ডরমিটরি ব্যবহার করার কার্যক্রম এখন পর্যন্ত শুরু না করা।

১৩.৮ প্রকল্প এলাকায় পর্যটক আকর্ষণের জন্য '**লাইট এন্ড সাউন্ড**' শো শুরু করা না করা।

১৩.৯ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফুড কোর্ট এখন পর্যন্ত চালু করা হয়নি, চালু করা প্রয়োজন।

মহাস্থান, বগুড়াঃ

১৩.১০ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ডরমিটরী এখন পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে না। ডরমিটরীর মেঝেতে অন্য স্থানের মত টাইলস ব্যবহার করা হয়নি। ডরমিটরী ব্যবহারের পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৩.১১ প্রকল্প এলাকায় যথেষ্ট পরিমানে আর্বজনা লক্ষ্য করা যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা প্রয়োজন।

১৩.১২ প্রকল্প এলাকায় নির্মিত ওয়াক ওয়ে সিড়ি মোটর সাইকেল চলাচলের কারণে ভেঙ্গে গেছে।

১৩.১৩ নির্মিত কাঠের ব্রীজে নিম্নমানের কাঠ ব্যবহারের কারণে কয়েকটি কাঠ ইতোমধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এছাড়া দর্শনার্থীদের জন্য তৈরীকৃত ছাউনিতে নিম্নমানের কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে কিছু কিছু কাঠ ইতোমধ্যে ভেঙ্গে গেছে।

১৪.০ **সুপারিশ/মতামতঃ**

১৪.১ কান্তজিউ মন্দির, পাহাড়পুর এবং মহাস্থানে প্রত্নতত্ব অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত জনবল নেই। পর্যাপ্ত জনবল সরবরাহের বিষয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.২ প্রকল্প এলাকায় ওয়াকওয়ের সিড়ির উপর মোটর সাইকেল চালানোর ফলে সিড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ সিড়ি মেরামতের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং ওয়াকওয়েতে যেন মটর সাইকেল প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৩ প্রকল্প এলাকা অপরিষ্কার এবং অপরিচ্ছন্ন রয়েছে। প্রতিটি স্থানে প্রতিদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা এবং প্রত্ন স্থান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ প্রদান করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৪ প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত স্টাফ ডরমিটরি এবং অফিসার্স ডরমিটরি ব্যবহার করার কার্যক্রম এখন পর্যন্ত শুরু করা হয়নি। দ্রুত ডরমিটরি ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৫ কান্তজিউ মন্দিরে দর্শনার্থীদের জন্য নির্মিত জাদুঘর এখন পর্যন্ত চালু করা হয়নি। জাদুঘরটি চালু করার ব্যবস্থ গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৬ কান্তজিউ মন্দির এবং পাহাড়পুরে নির্মিত ফুড কোর্ট এখন পর্যন্ত চালু করা হয়নি। দ্রুত চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৭ কান্তজিউ মন্দির, পাহাড়পুর এবং মহাস্থানে পর্যটক আকর্ষণের জন্য '**লাইট এন্ড সাউন্ড**' শো শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪.৮ মহাস্থানে নির্মিত কাঠের ব্রীজ এবং দর্শনার্থী ছাউনিতে ব্যবহৃত নিম্নমানের কাঠ দ্রুত পরিবর্তন করে উন্নতমানের কাঠ ব্যবহার করে ব্রীজ এবং ছাউনি মেরামত করতে হবে।

১৫। প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং ১৪.১ হতে ১৪.৮ পর্যন্ত সুপারিশের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কর্মসূচি সম্প্রসারণ প্রকল্পের ?????? ???????? ?????????? (??????? ????)

১.০ নামঃ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কর্মসূচি সম্প্রসারণ প্রকল্প।

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

৪.০ প্রকল্প এলাকাঃ দেশের ৫৬টি জেলা

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ জুলাই ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৯০৪.০৯ (-)	২০৯১.৩৫ (-)	২০৮৫.৩২ (-)	জুলাই, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭	জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭	১৮১.১৫ (৯.৫১)	৬ মাস (২০%)

৬.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে): শুধু জিওবি অংশ

(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম (সর্বশেষ আরডিপি অনুসারে)	একক	সর্বশেষ আরডিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		পার্থক্যর কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	(ক) রাজস্ব ব্যয়:						
৪৫০১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৪৩৩.৫৮	৫৫	৪৩৩.৫৮	৫৫	
৪৬০১	কর্মচারীদের বেতন	জন	২৮৩.০১	৫৭	২৮৩.০১	৫৭	
৪৭০০	ভাতাদি	জন	১৩.০২	৩	১৩.০২	৩	
৪৮০১	ভ্রমণ ভাতা	জন	৫২.১৪	১২১	৫২.১৪	১২১	
৪৮০৫	অতিরিক্ত কাজের ভাতা	জন	১২.৫০	৫৬	১২.৫০	৫৬	
৪৮০৬	অফিস ভাড়া	জন	২৫.৩১	৩০	২৫.৩১	৩০	
৪৮১৫	পোষ্টেজ	মাস	২.৪৮	৩০	২.৪৮	৩০	
৪৮১৬	টেলিফোন/ টেলিগ্রাম/ টেলিপ্রিন্টার	মাস	৫.৮৪	৩০	৫.৮৪	৩০	
৪৮১৯	পানি	মাস	০.৫৮	৩০	০.৫৮	৩০	
৪৮২১	বিদ্যুৎ	মাস	২.২২	৩০	২.২২	৩০	
৪৮২২	জ্বালানি ও গ্যাস	মাস	১.০০	৩০	১.০০	৩০	
৪৮২৩	প্রেট্রোল/অকটেন, তেল ও লুব্রিকেন্ট	গাড়ি/বছর	১৩১.৩৪	৪৫/৩	১৩১.৩৪	৪৫/৩	
৪৮২৪	ইন্সুরেন্স/ ব্যাংক চার্জ	বছর	২.৬২	৩	২.৬২	৩	
৪৮২৭	মুদ্রণ ও বাঁধাই	লা.গা.	২০.০০	৪৪	২০.০০	৪৪	
৪৮২৮	স্টেশনারী, সিল ও ষ্ট্যাম্পস	বছর	৫.৯৮	৩	৫.৯৮	৩	

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম (সর্বশেষ আরডিপি অনুসারে)	একক	সর্বশেষ আরডিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		পার্থক্যর কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৮৩১	বই ও সাময়িকী	#বই	২০৪.৯৮	১৯৩৫৯০	২০৪.৯৮	১৯৩৫৯০	
৪৮৩৩	বিজ্ঞাপনও প্রচার	থোক	৩.৭৪	থোক	৩.৭৪	থোক	
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক	
৪৮৪২	সেমিনার কনফারেন্স ব্যয়	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক	
৪৮৪৭	সম্মাননা ও পুরষ্কার	বছর	২.৯০	৩	২.৯০	৩	
৪৮৫১	শ্রমিকের মজুরি	মাস	১৬.৮৪	৩০	১৬.৮৪	৩০	
৪৭৭৪	পরামর্শক ফি	থোক	৭.০০	থোক	--	থোক	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করা হয়নি।
৪৮৭৫	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	মাস	.৩৬	৩০	.৩৬	থোক	
৪৮৮১	নিরাপত্তা সেবা	মাস	১২.৪৮	৩০	১২.৪৮	৩০	
৪৮৮৯	অডিট ফি	বছর	৩.১১	৩	৩.১১	৩	
৪৮৯০	অনুষ্ঠান/উৎসব (কালচারাল গ্রুপের কার্যক্রমসহ)	ভ্রা.লা.	৩০.২৪	৪৪	৩০.২৪	৪৪	
৪৮৯৫	কমিটি মিটিং কমিশিন	বছর	২.৪৮	৩	২.৪৮	৩	
৪৮৯৯	বিবিধ ব্যয়	মাস	৫.৭৯	৩০	৫.৭৯	৩০	
৪৯০১	যানবাহন ও মেরামত	লাগা	১১২.৯৪	৪৪	১১২.৯৪	৪৪	
৪৯০৬	ফার্নিচার ও ফিকচার মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	থোক	
৪৯০৭	কম্পিউটার অফিস সরঞ্জাম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১.৪৩	থোক	১.৪৩	থোক	
৬৮১৫	কম্পিউটার এক্সেসরিজ	৪	৫.৫০	৯	৫.৫০	থোক	
৬৮১৭	কম্পিউটার সফটওয়ার (সম্পর্কিত বিষয়াদিসহ)	থোক	১৪.৯৮	থোক	৯.৯৮	থোক	ভেন্ডর সফটওয়ার টি শেষ করতে পারেনি।
৬৮১৯	অফিস সরঞ্জাম (ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স ইত্যাদি)	সংখ্যা	২.০০	১	২.০০	থোক	
৬৮২১	ফার্নিচার ও ফিকচার	থোক	৫.৯২	থোক	৫.৯২	থোক	
৬৮৫১	অন্যান্য	থোক	৫.০৯	থোক	৫.০৯	থোক	
			১৪৩৪.৯০		১৪২২.৯০		

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ দেশে লাইব্রেরি সেবার অপ্রতুলতা, বিদ্যমান লাইব্রেরিসমূহের নানাবিধ সীমাবদ্ধতা, স্থির লাইব্রেরিতে এসে বই পড়ার ক্ষেত্রে যাতায়াতের কষ্ঠ, ব্যয় বহুলতাসহ বহুমুখি অসুবিধা দূর করে মানুষের দোরগোড়ায় লাইব্রেরি সুবিধা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৯৯৯ সাল থেকে দেশে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি সেবা প্রদান করে আসছে। প্রথমে সীমিত আকারে ঢাকা মহানগরীতে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রম শুরু করলেও পর্যায়ক্রমে ৪৬টি গাড়ি লাইব্রেরির মাধ্যমে দেশের ৫৮টি জেলার ১৯০০ এলাকায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি সেবা সম্প্রসারণ করা হয়। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রমের আওতায় সুদৃশ্য কাচে আবৃত গাড়ি লাইব্রেরিসমূহ নানা বিষয়ের ভালোমানের বই নিয়ে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট স্থানে পাঠকের দোর

গোড়ায় উপস্থিত হয়ে মানুষকে বিশেষ করে শিশু- কিশোরদের বই পড়ায় উৎসাহিত করে এবং লাইব্রেরি সেবা প্রদান করে। নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়ে গাড়ি লাইব্রেরিটি নির্দিষ্ট স্থানে ৩০ মিনিটি থেকে ২ ঘন্টা পর্যন্ত (পাঠকের সংখ্যা অনুযায়ী) অবস্থান করে। ঐ সময়ে পাঠক সদস্যরা তাদেঁর পছন্দের বইটি বাড়িতে নিয়ে পড়ে এবং আগের সপ্তাহে নেওয়া পঠিত বইটি লাইব্রেরিতে ফেরৎ দেয়।

ভ্রাম্যমান লাইব্রেরির কার্যক্রমের আওতায় নতুন পাঠক তৈরি ও পাঠকের লাইব্রেরি সেবা প্রদান করা ছাড়াও ভ্রাম্যমান লাইব্রেরির পাঠক সদস্য ও স্থানীয় সংস্কৃতিমনা মানুষদের সংঘবদ্ধ করে গঠন করা হয় ছোট ছোট সাংস্কৃতিক সংঘ। সাংস্কৃতিক সংঘের আওতায় সভ্যরা নানাবিধ সাংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে মানসিক বিকাশের সুযোগ পায়।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রথমে নরওয়ে সরকার, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডেনিস সরকার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্যদের সহায়তায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রম পরিচালনা করলেও ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত এটি 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কর্মসূচি সম্প্রসারণ ' শীর্ষক প্রকল্প আকারে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ (ক) প্রকল্পভুক্ত এলাকায় সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশুদের দোরগোড়ায় সৃজনশীল পঠন-পাঠনের সুবিধা পৌঁছে দেয়া; (খ) সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃজনশীল বই পাঠাভ্যাসের উন্নয়ন ঘটানো;(গ) সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কিশোর- কিশোরদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদান ও সুযোগ বৃদ্ধি করা (ঘ) বই পড়া ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপনায় আইসিটি সুবিধা সৃষ্টি করা।

৭.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটি বিগত ১৪.১০.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মোট ১৯০৪.০৯ লক্ষ (জিওবি ১২৫০.৭৫ লক্ষ ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিজস্ব ৬৫৩.৩৪ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। অতঃপর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক বিগত ২৯.১২.২০১৯ তারিখে মোট ২০৯১.৩৫ লক্ষ (জিওবি ১৪৩৪.৯০ লক্ষ ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিজস্ব ৬৫৩.৪৫ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়।

৭.৪ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ প্রকল্পটির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল-

(ক) বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির জনবলের বেতনভাতা;
(খ) সরবরাহ ও সেবা;
(গ) যানবাহন ও আসবাবপত্র মেরামত ও সংরক্ষণ;
(ঘ) যানবাহন সংগ্রহ (বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বিদ্যমান গাড়ীগুলোর মূল্যায়ন প্রাক্কলন করে);
(ঙ) কম্পিউটার সরঞ্জাম, সফটওয়ার, অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র সংগ্রহ ইত্যাদি।

৭.৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প মেয়াদে নিম্নে বর্ণিত একজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ	১৫/০১/২০১৫	৩০/০৬/২০১৭	খন্ডকালীন

৭.৬ প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৯১.৩৫ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি বরাদ্দ ১৪৩৪.৯০ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার অবদান ৬৫৬.৪৫ লক্ষ টাকা। মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির সরকারি বরাদ্দ ১৪৩৪.৯০ টাকার বিপরীতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি মোট ১৪২২.৯০ লক্ষ টাকা (৯৯.১৬%) ।

প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৪-১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ বছর পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত ডিপিতে বছর ভিত্তিক সংস্থান	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
২০১৪-১৫	২০৮.৯০	২৩৫.০০	২৩৫.০০	২০৮.৯০
২০১৫-১৬	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০
২০১৬-১৭	৫৭৬.০০	৫৭৬.০০	৫৭৬.০০	৫৬৪.০০
মোট	১৪৩৪.৯০	১৪৬১.০০	১৪৬১.০০	১৪২২.৯০

*ব্যয় অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারের কোষাগারে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে।

৮.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ

৮.১ প্রকল্প পরিদর্শনের অংশ হিসেবে গত ২৮/১২/২০১৭ তারিখে প্রকল্প দপ্তর তথা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচারক ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, প্রকল্প পরামর্শক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের অংশ হিসেবে ইস্কাটন গার্ডেন-এ রাস্তার ওপরে থাকা ১১টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি গাড়ি পরিদর্শন করা হয়।

৮.২ বিশ্বসাহিত্য পরিদর্শনকালে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি কার্যক্রমের লক্ষ্যে, উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন । তিনি জানান, দেশে লাইব্রেরি ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। বেসরকারী লাইব্রেরি সমূহের ব্যবস্থাপনা বইয়ের মান লাইব্রেরি কর্মীদের সেবা পাঠকদের লাইব্রেরি মুখী হওয়ার পক্ষে খুব একটা উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। সরকারি গণগ্রন্থাগারসহ যে দুচারটি ভালো লাইব্রেরি রয়েছে তা দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠির জন্য যথেষ্ঠ নয়। তাছাড়া লাইব্রেরিগুলো নতুন পাঠক সৃষ্টি এবং পাঠাভ্যাস উন্নয়নে তেমন কোনো কার্যকর উদ্যেগ গ্রহণ করে না। তাছাড়া দেশে এমন কোনো লাইব্রেরি নেই বললেই চলে যেখান থেকে পাঠকরা বই বাড়িতে নিয়ে পড়তে পারেন।অপরদিকে যাতায়াতের কষ্ট ও ব্যয় যানবাহনের অপ্রতুলতা, শিশুদের জন্য যাতায়াতের অসুবিধা ইত্যাদি কারণে দেশের স্থির লাইব্রেরিসমূহ পাঠকরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারছে না।

৮.৩ দেশে লাইব্রেরি ব্যবস্থার এই অপ্রতুলতার প্রেক্ষাপটে মানুষের দোরগোড়ায় লাইব্রেরি সেবা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৯৯৯ সালে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রম শুরু করে। প্রথমে সীমিত আকারে ঢাকা মহানগরীতে ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি কার্যক্রম শুরু করলেও পাঠক প্রিয়তা ও এ লাইব্রেরির কার্যকারিতা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে ৪৬টি গাড়ি লাইব্রেরির মাধ্যমে দেশের ৫৮টি জেলার (জেলা শহর ও আসে পাশে সীমিত আকারে) ১৯০০ স্পট/ এলাকায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়।

৮.৪ দেশের লাইব্রেরি ব্যবস্থার বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পরিকল্পনা রয়েছে দেশের প্রতিটি জেলায় নূন্যতম ২টি করে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি এবং বিভাগীয় শহরে ও মেট্রোপলিটন এলাকায় আরও বেশি সংখ্যক ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি চালু করায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির আওতায় সৃজনশীল পঠন-পাঠনের দ্বারা চিত্তের আলোকায়নের পাশাপাশি বহুমুখি সাংস্কৃতিক বিষয় চর্চার মাধ্যমে হৃদয়ের পরিশীলনের জন্য বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় গঠন করা হয়েছে বহুসংখ্যক সাংস্কৃতিক সংঘ। পাঠকরা বিশেষ করে শিশু কিশোররা এখানে দেয়াল পত্রিকা ও ছোট্র পত্রিকা প্রকাশ, চিত্রাঙ্কন, রচনা প্রতিযোগিতা, চলচ্চিত্র, আবৃতি, বিতর্ক ইত্যাদি চর্চার মাধ্যমে তাদের মানসিক বিকাশের সুযোগ পায়।

৮.৫ প্রধান নির্বাহী জানান যে, প্রথম থেকে নরওয়ে সরকার, ডেনিস সরকার, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন সীমিত সরকারি সহায়তায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রম পরিচালিত হলেও ২০১৪-১৫ অর্থ বছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত এটি

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় সরকারের একটি উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়িত হয়েছে। ১ জুলাই ২০১৭ থেকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিজস্ব অর্থায়নে ও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রম চলমান আছে। কিন্তু বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় অচিরেই এটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৮.৬ বিবেচ্য 'বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কর্মসূচি সম্প্রসারণ ' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শেষে এটি কার্যক্রমের টেকসই ব্যবস্থা রাখার দিক- নির্দেশনা প্রকল্প দলিলে উল্লেখ করারা বিষয়ে 'একনেক' এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ডিপিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রকল্প সমাপ্তির পর ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি কর্মসূচি নিম্নোক্ত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বরারা পরিচালিত হবেঃ

- বাংলা মটরে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের নিজস্ব ৯ -তলা ভবনে অডিটেরিয়াম, আর্ট গ্যালারি, কনফারেন্স রুম, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদির ভাড়া হতে অর্জিত অর্থ;
- গেন্ডারিয়ায় বিশ্ব সাহিত্র কেন্দ্রের ৪২ ডেসিমেল জমি রয়েছে সেখানে সাংস্কৃতিক কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করে তা থেকে অর্জিত আর্থ; এবং
- এছাড়া, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র Endowment ফান্ড সংগ্রহ করে।

৮.৭ প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লিখিত তিনটি সূত্র হতে প্রাপ্ত অর্থের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, বাংলা মটরে অবস্থিত বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র ভবনের অডিটোরিয়াম, আর্ট গ্যালারি, কনফারেন্স রুম এবং ক্যাফেটেরিয়া হতে যে ভাড়া সংগৃহীত হয় তা দ্বারা কেন্দ্রের উদ্যোগে পরিচালিত 'আলোর ইস্কুল', 'দেশব্যাপী উৎকর্ষ (মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই পড়া) কর্মসূচীসহ কেন্দ্রের প্রশাসনিক ব্যয়, সংরক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম নির্বাহ করা হয়। তাছাড়া, কেন্দ্রের আওতায় উচ্চতর উৎকর্ষধর্মী শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় আয়বর্ধক কাজে ভবনের স্থান ব্যবহারের সুযোগও কমে গেছে। অপরদিকে, গেন্ডারিয়ায় বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে কেন্দ্রের অনুকূলে লিজ হিসাবে প্রাপ্ত জমিতে ভবন নির্মাণের জন্য নকশা অনুমোদনে জটিলতার কারণে পরিকল্পিত সাংস্কৃতিক কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ কাজের কোন অগ্রগতি না হওয়ায় সেখান থেকে অর্থ প্রাপ্তির কোন সুযোগ তৈরী করা যায়নি। তাছাড়া Endowment তহবিলে কিছু অর্থ সংগৃহীত হলেও এটির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য না হওয়ায় তা থেকে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী পরিচালনায় তেমন কোন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। বিদ্যমান অবস্থায় বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের নিজস্ব উৎস হতে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কর্মসূচির কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে না মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

৮.৮ ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রম পরিদর্শনের অংশ হিসেবে ২৯/১২/২০১৭ তারিখে ঢাকা গ্রীন রোড এলাকায় এবং ৬/১/২০১৮ তারিখে কুমিল্লা শহরে মোগলটুলি এবং তালপুকুর পাড় এলাকায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে লাইব্রেরি কর্মী, উপস্থিত পাঠক, তাদের উপস্থিত অভিভাবক ও অন্যান্যের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ের এসব পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

ক. ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি গাড়ির কার্যক্রম

খ. লাইব্রেরি-গাড়ির আকার ও বইয়ের সংখ্যা বিবেচনায় মোটামুটি ৩টি প্রধান আকারে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি গাড়ি রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়টি ৩৫ ফুট দীর্ঘ এবং সবচেয়ে ছোটটি ১২ ফুট দীর্ঘ।

গ. সবচেয়ে বড়গুলোতে ২০ হাজার এবং সবচেয়ে ছোটগুরোতে ৪ হাজার বই থাকে। পাঠকগণ বড় লাইব্রেরি গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে পারলেও ছোটগুলোর বাইরে থেকেই বই নিতে হয়।

ঘ. রাস্তার প্রশস্ততা, গাড়ির দাড়ানোর জায়গা ও চলাচলের উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে কোন এলাকায় কোন গাড়ির লাইব্রেরি সেবা প্রদান করবে তা নির্ধারণ করা হয়।

ঙ. বইয়ের মান, লাইব্রেরির কর্মীগণের আন্তরিক ব্যবহার ও সেবা প্রদান মানসিকতায় পাঠকগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

চ. পাঠক ও তাদের অভিভাবক, বিশিষ্টজন এবং পরিদর্শন কালে উপস্থিত সাধারণ মানুষ ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি বিষয়ে তাদের ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

ছ. ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি থেকে ১ সপ্তাহে একসঙ্গে ১টি ইস্যু করা হয়। যেহেতু সপ্তাহে একাধিক দিন ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি সেবা পাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

ঞ. ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রম গাড়ির ওপর নির্ভরশীল। কোন কারনে গাড়ি অচল/ মেরামতে থাকলে লাইব্রেরি সেবা বন্ধ রাখাতে হয় ফলে পাঠকগণ সেবা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হন। তাছাড়া, বিদ্যমান গাড়ির সংখ্যা দ্বারা দেশের সকল জেলা উপজেলায় ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। সকল জেলায় পৃথক লাইব্রেরির গাড়ি এমনকি বৃহৎ ও জনবহুল জেলায় একাধিক লাইব্রেরি গাড়ি নিয়োজিত করতে পারলে দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও ছোট বড় সকল শহর ও বর্ধিষ্ণু গ্রামাঞ্চলেও ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি সেবা প্রদান করা যেত।

ট. ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি সেবা যাতে ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকে সেজন্য পরিদর্শনকৃত এলাকায় উপস্থিত পাঠকগণ জানিয়েছে।

ঠ. ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রম সকল মানুষের নিকট খুবই জনপ্রিয়।

ড. ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিসমূহের সাধারণত কম ব্যস্ত রাস্তায় উন্মুক্ত স্থানে অনেকটা নিরাপত্তাহীন অবস্থায় পড়ে থাকে এগুলোকে কোনো আচ্ছাদন যুক্ত নিরাপদ স্থানে রাখা দরকার।

ণ. পর্যবেক্ষনে দেখা যায় যে, ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় সেবাদানকারী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি- গাড়ি ইস্কাটন গার্ডেন এ অবস্থান করে এবং প্রতিদিন সেখান থেকে ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত করে ফলে যানযটের কারণে লাইব্রেরি সেবা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে অধিক সময় অতিবাহিত হয় এতে করে নির্দিষ্ট দিনের জন্য পূর্ব নির্ধারিত সকল পাঠক স্থানে গমন করা ব্যহত হয় যা একদিকে পাঠকগণকে নিরুৎসাহিতকরে অন্যদিকে অধিক দুরত্ব ও যানযটে দীর্ঘ অপেক্ষার কারণে অতিরিক্ত জ্বালানী ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ঢাকাসহ অন্যান্য বড় শহরে বিভিন্ন এলাকায় লাইব্রেরি সেবায় যুক্ত গাড়ির রাখার নিরাপদ ব্যবস্থা করা গেলে একটি নির্দিষ্ট বৃহত্তর এলাকার জন্য নির্দিষ্ট লাইব্রেরি গাড়ি ঐ এলাকাতে রেখে অধিক সংখ্যক পাঠককে কম জ্বালানী ব্যবহার করে লাইব্রেরি সুবিধা প্রদান সম্ভব হবে।

ত. স্থির গন্থাগার সাধারণত অধিকাংশ মানুষের আবাসস্থল থেকে বেশ কিছুটা দুরে অবস্থিত হবার কারণে যাতায়াত ব্যয়, যাতায়াতের সময় এবং শিশুদের জন্য যাতায়াতের নিরাপত্তাহীনতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই স্থির গ্রন্থাগারসমূহ ব্যবহার করা পাঠকের পক্ষে সম্ভব হয় না। অপরদিকে স্থির গ্রন্থাগারসমূহ যেসময় খোলা থাকে ঐ সময়ে পাঠকগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকেন বিধায় স্থির গ্রন্থাগাসমূহে গিয়ে বই পড়াও পাঠকদের জন্য অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার এসব অসুবিধা থেকে পাঠকদের নিষ্কৃতি দিয়ে বই পড়াও পাঠকদের জন্য অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার এসব অসুবিধা থেকে পাঠকদের নিষ্কৃতি দিয়ে পাঠকদের দোরগোড়ায় গ্রন্থাগার সুবিধা পৌঁছে দেয়, বাড়িতে বই নিয়ে পড়ার সুযোগ দেয় এবং সাধারণ সাপ্তাহিক ছুটির দিনে (শুক্র-শনিবার) এবং বিকেলে ও সন্ধ্যায় সেবা প্রদান করে থাকে। ফলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কার্যকারিতা স্থির গ্রন্থাগারের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত ও কার্যকর মর্মে প্রতিয়মান হয়েছে। তাছাড়া, স্থির গ্রন্থাগার অনেক ক্ষেত্রেই বেশীর ভাগ আবাসিক এলাকা হতে দূরে অবস্থান করে বিধায় সেখানে শিশু কিশোরদেরকে বিশেষ করে মেয়েদেরকে পাঠানোর ক্ষেত্রে অভিভাবকগণ অনাগ্রহী থাকেন। কিন্তু ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি অভিভাবকগণকে তাদের সন্তানকে দূরের স্থির লাইব্রেরিতে না পাঠানোর বঞ্চনা হতে মুক্তি দিয়ে নিজের বাড়ির পাশে অভিভাবকের উপস্থিতিতে গ্রন্থাগার সেবা গ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছে। প্রতিটি ভ্রাম্যাণ গ্রন্থাগার সপ্তাহে গড়ে ৪০টি স্থান/স্পটে গ্রন্থাগারের সুবিধা নিয়ে উপস্থিত হয়ে পাঠকদের কাছে সেবা প্রদান করে। ইন্টারনেট ব্যবহার সুবিধার এই ডিজিটাল যুগে মানুষ হাতের নাগালের মধ্যে বিভিন্ন সুবিধা ভোগে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থির গ্রন্থাগার গিয়ে গ্রন্থাগার সেবা গ্রহণে পাঠকদের মধ্যে অনাগ্রহ দূর করে তাদের পাঠাভ্যাষ গড়ে তোলা ও তা অব্যহত রাখায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি একটি যুগপোযুগি এবং কার্যকর মাধ্যম।

থ. বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপেই একটি অলাভজনক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে নিবেদিত জাতিগঠনমূলক উদ্যোগ যা সম্পূর্ণভাবে সরকারি ও বেসরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। আর্থ প্রাপ্তির কোনো স্থায়ী উৎস তৈরী না হলে এ কার্যক্রমটি কোন এক সময় বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু শুধু আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে যদি এ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম ঘটে তবে তা কোন ক্রমেই কাম্য নয়। এটি এমন একটি উদ্যোগ যার মাধ্যমে মননশীল, উদার ও সৃষ্টিশীল প্রজন্ম গড়ে তোলার কার্যকর পদ্ধতি পাঠকের দোড়গোড়ায় নেয়া হয়েছে।

বর্তমান সময়ে শিশু, কিশোর ও তরুণ সমাজকে বিভিন্ন রকম ক্ষতিকর প্রভাব হতে দূরে রেখে সুস্থ্য ও আদর্শ মানুষ গড়ার জন্য এ উদ্যোগটি অব্যাহত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দ. আইএমইডি কর্তৃক ১৮.০৪.২০১৭ তারিখে প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনে দেশের সবগুলো জেলায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।

৮.৯ প্রকল্পের আওতায় অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয় সম্পর্কিতঃ পিসিআর এর প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ৩ (তিন) বছর মেয়াদী এ প্রকর্পের জিওবি খাতে সংশোধিত মোট প্রাক্কলিত ব্রয় ১৪২২.৯০ রক্ষ টাকার বিপরীতে অবমুক্ত করা হয়েছে মোট ১৪৬০.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৪২২.৯০ লক্ষ টাকা, অব্যয়িত ৩৭৬০ লক্ষ টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে প্রত্যার্পণ করা হয়েছে।

৮.১০ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহনঃ প্রকল্পের আওতায় কোন যানবাহন ক্রয় করা হয়নি। শুধু ভাড়াকৃত ১টি মাইক্রোবাস দ্বারা প্রকল্পের দাপ্তরিক ও মনিটরিং সংক্রান্ত কাজ করা হয়েছে। তাছাড়া বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিজস্ব ৪৪টি লাইব্রেরি গাড়ি দ্বারা ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৮.১১ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়/ টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সকল মালামাল ও সেবা ক্রয় টেন্ডারিং এর মাধ্যমে যথাযথ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। মূল্যায়ন কমিটিতে বিভাগ/সংস্থা বহির্ভূত অন্যান্য বিভাগ/সংস্থার ২ (দুই) জন সদস্য নিয়মানুযায়ী অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পের আওতায় সেবা ও মালামাল সংগ্রহ পিপিআর অনুসরণপূর্বক করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১০.০ প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রেরিত পিসিআর অনুযায়ী দেখা যায় যে, প্রকল্পের কোনো সরকারি অডিট হয়নি, তবে AZIA HALIM KHAIR CHOWDHURY, Chartered Accountants নামক External Auditor দ্বারা প্রকল্পের ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন করেছে। কোনো অডিট আপত্তি নেই।

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) প্রকল্পভূক্ত এলাকায় সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশুদের দোরগোড়ায় সৃজনশীল পঠন-পাঠনের সুবিধা পৌছে দেওয়া;	(ক) প্রকল্পের আওতায় ৪৪টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির মাধ্যমে দেশের ৫৬টি জেলায় বই-পড়ার বিকল্প উৎস তৈরী করা হয়েছে যার মাধ্যমে ১৮০০টি এলাকায় মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশুদের দোরগোড়ায় সৃজনশীল পঠন-পাঠনের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে;
(খ) সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃজনশীল বই পাঠাভ্যাসের উন্নয়ন ঘটানো;	(খ) প্রকল্প এলাকায় পাঠাভ্যাস উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ৫৮ হাজার জন নতুন পাঠক তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে, ১ লক্ষাধিক পাঠককে সরাসরি লাইব্রেরি সেবা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সরাসরি পাঠক ছাড়াও এ লাইব্রেরির পরোক্ষ পাঠক সংখ্যা আরও বেশি । কারণ, একজন পাঠক-সদস্য পড়ার জন্য যে বইটি বাড়িতে নিয়ে যান সেটি তিনি ছাড়াও তাঁর পড়িবারের অন্য সদস্য এবং বন্ধু-বান্ধবরাও পড়ে থাকেন। ফলে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির প্রকৃত পাঠক হয়ে দাঁড়ায় অনেক বেশি।
(গ) সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কিশোর-কিশোরদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে উৎসাহ	(গ) প্রকল্পের আওতায় পাঠক শিশু কিশোরদের সংগঠিত করে ৫ শতাধিক সাংস্কৃতিক সংঘ গঠন করা হয়েছে এবং এসব সংঘের

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
প্রদান ও সুযোগ বৃদ্ধি করা;	মাধ্যমে ৯ সহশ্রাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে দেয়ালপত্রিকা, ভাঁজপত্রিকা, চিত্রাঙ্কন, রচনা প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ভ্রাম্যমান লাইব্রেরির বিভিন্ন এলাকায় হাজার শিশু-কিশোর এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ পায়। মানুষের বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের কিশোর-তরুণদের নৈতিক অবক্ষয় রোধ, মাদকাশক্তি থেকে মুক্ত রাখা, জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখা, অপসংস্কৃতি থেকে দুরে রাখা এবং ক্ষতিকর আকাশ সংস্কৃতি থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এসব সাংস্কৃতিক চর্চা ও সৃজনশীল পঠন-পাঠন গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।
(ঘ) বই পড়া ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপনায় আইসিটি সুবিধা সৃষ্টি করা।	(ঘ) বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক একটি ওয়েবসাইট ও অনলাইন বই পড়ার সুবিধা তৈরী করা হয়েছে। আলোর পাঠশালা শীর্ষক এ কর্মসূচির মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকলের জন্য উন্মুক্ত বই পড়ার সুবিধা তৈরি করা হয়েছে।

১২.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১৩.০ প্রকল্পের চিহ্নিত সমস্যাঃ

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় ৪৪টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি-গাড়ি ৩৩টি জেলায় নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে পাঠকের সংখ্যাধিক্যতা বিবেচনায় ঢাকায় ১১টি এবং চট্টগ্রামে ২টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি নিয়োজিত রয়েছে। অপরদিকে ৩১টি জেলায় নিয়োজিত ৩১টি লাইব্রেরি গাড়ি অতিরিক্ত আরও ২৩টি জেলায় লাইব্রেরি সেবা প্রদান করে। অর্থাৎ এসব লাইব্রেরি গাড়ি মূল জেলা থেকে সপ্তাহে ১ দিন অতিরিক্ত একটি জেলায় লাইব্রেরি সেবা প্রদান করে থাকে। এতে লাইব্রেরি গাড়ির ওপর বেশি চাপ পড়ে। ফলে (ক) গাড়ির আয়ুষ্কাল কমে যায়; (খ) গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বেড়ে যায়; (গ) গাড়ির জ্বালানি ব্যয় বৃদ্ধি পায়; (ঘ) যাতায়াতের সময় অপচয় হয়; (ঙ) পাঠকগণ যথাযথ লাইব্রেরি সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

১৩.২ ভ্রাম্যমান লাইব্রেরীসমূহ গাড়ির উপর স্থাপিত ও নির্ভরশীল হওয়ায় এবং জরুরী সেবা দেওয়ার জন্য কোনো অতিরিক্ত/রিজার্ভ গাড়ি না থাকায় মেরামত সংক্রান্ত কাজে কোনো লাইব্রেরি গাড়ি যখন বন্ধ থাকে তখন ঐ এলাকায় পাঠকগণ লাইব্রেরি সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

১৩.৩ যখন লাইব্রেরি সেবা প্রদানের কাজ না থাকে (রাতে, ছুটির দিনে ইত্যাদি) তখন ঐ এলাকায় পাঠকগণ লাইব্রেরি গাড়িগুলো খোলা আকাশের নিচে রাস্তায় বা কোন স্থাপনার পাশে অনেকটা অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে। এ অবস্থায় থাকার ফলে রোদ বৃষ্ঠিতে লাইব্রেরি গাড়ি ও বইয়ের ক্ষতি হয়। অপর দিকে বই, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি চুরি হওয়া/হারিয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

১৩.৪ অধিকাংশ লাইব্রেরি গাড়ি আকারে ছোট হওয়ায় এর ভেতরে পাঠক প্রবেশ করতে পারে না। পাঠকগণ গাড়ির বাইরে দাড়িয়ে বই নেয়া বা লাইব্রেরি ব্যবহার করে। ফলে বৃষ্টির সময় অথবা তীব্র রোদে দাঁড়িয়ে লাইব্রেরী সেবা গ্রহণে পাঠকগণ বিশেষ করে শিশুরা অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

১৩.৫ ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে একটি অলাভজনক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে নিবেদিত জাতিগঠনমূল উদ্যোগ যা অব্যাহতভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তির স্থায়ী উৎস না থাকায় এ কার্যক্রমটি কোন এক সময় বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

১৩.৬ ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রমটি পরিচালনার জন্য সর্বস্তরে প্রযুক্তি সুবিধা বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা ব্যবহারের কোন ব্যবস্থা না থাকা কাঙ্খিত নয়। সদস্য অন্তর্ভুক্তি হতে বই ইস্যুকরণ, পাঠক দল গঠন, নতুন বই অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি তথ্যাদি যুক্ত একটি পারস্পারিক ব্যবহারক্ষম তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা না থাকা একটি দুর্বলতা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

১৪.০ মতামত/সুপারিশঃ

১৪.১ ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি একটি অত্যন্ত কার্যকর সেবামূলক কর্মসূচি যার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষেই আলোকিত ও সংস্কৃতিমাণ মানুষ গড়ার সুযোগ থাকয় এটি অব্যাহত রাখা এবং তা দেশের অবশিষ্ট জেলা-উপজেলায় সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

১৪.২ ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি সেবা অব্যাহত রাখার স্বার্থে এটিকে প্রকল্প আকারে না রেখে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বা অন্য কোন স্থায়ী রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করতে পারে। তবে রাজস্ব বাজেট বা অন্য কান প্রকার স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত এটিকে বিদ্যমান প্রকল্প কাঠামো আকারে অব্যাহত রাখা যতে পারে।

১৪.৩ ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি-গাড়িগুলো রাস্তায় বা খোলা জায়গায় না রেখে কোনো নিরাপদ আচ্ছাদনযুক্ত স্থানে রাখা প্রয়োজন।

১৪.৪ লাইব্রেরি গাড়ি ছাদের সাথে যুক্ত কোন প্রকার রোলার ছাউনি গাড়ি একাদকে নামানোর ব্যবস্থা করতে পারলে বৃষ্টির সময় ও রোদে লাইব্রেরি ব্যবহারের অসুবিধা দূর করে পাঠকগণকে নিরবিচ্ছিন্ন লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

১৪.৫ মেরামত সংক্রান্ত কাজে কোনো লাইব্রেরি গাড়ি যখন বন্ধ থাকে তখন ঐ এলাকায় পাঠকগণের নিকট লাইব্রেরি সেবা অব্যাহত রাখার জন্য যৌক্তিক সংখ্যক রিজার্ভ/ অতিরিক্ত লাইব্রেরি গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১৪.৬ সপ্তাহে মাত্র ১দনি লাইব্রেরি সেবা প্রদান করায় পাঠকগণকে সপ্তাহে একের অধিক বই ইস্যু করা যায় কিনা তা গুরত্বসহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৪.৭ ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি সার্বিক ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা যুক্ত করে এটিকে পাঠকের নিকট আরো আকর্ষনীয় করার মাধ্যমে যুগোপযোগী করার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।